দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...১...

শিক্ষায় অর্জিত সাফল্য ধরে রাখতে হবে ॥ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত কয়েক বছরে শিক্ষাখাতে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত এবং নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক গঠিত ন্যাশনাল টাস্কফোর্সের প্রথম সভায় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। খবর বাসসর। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাখাতে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অর্জনে দেশের সাফল্য উল্লেখ করে এ অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে

(১৯ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

শিক্ষায় অর্জিত

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি একেএম শামীম চৌধুরী বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি এ টাস্কফোর্সের উপদেষ্টা। বৈঠকে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান ফিজার, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর, নারী ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি যোগ দেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রেস সচিব জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বর্তমানে শিশুদের উপস্থিতি শতকরা ৯৭.৭০ ভাগ। ২০০৯ সালে এ হার ছিল ৯৩.৯০ ভাগ। ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ২০.৯০ ভাগ। ২০০৯ সালে এ হার ছিল ৪৫.১০ ভাগ। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সবার জন্য শিক্ষা সুযোগ করে দিতে বিশেষ করে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়নে এবং মেয়েসহ সবার জন্য শিক্ষানুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর সরকার গৃহীত পদক্ষেপে শিক্ষাখাতে সাফল্য অর্জনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শেখ হাসিনা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিল অব্যাহত রাখতে আহ্বান জানান এবং এজন্য স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকদের সহায়তা নেয়ার পরামর্শ দেন।